بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہٗ و نصلّی علیٰ رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

তাবূকের যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৪ অক্টোবর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও আমি তাবূকের যুদ্ধের কিছু ঘটনার বিশদ বিবরণ তুলে ধরব।

জাদ বিন উকায়েসের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এও ছিল মুনাফিকদের মধ্যে একজন, যে আবদুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের পর মুনাফিকদের দ্বিতীয় বড় নেতা ছিল। এ সেই ব্যক্তি, যে হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ও বয়আত করেনি। সেও মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার ওজর পেশ করল। বর্ণিত আছে যে, সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে কোনো ফিতনায়ও জড়াবেন না। আল্লাহ্‌র কসম! আমার গোত্রের লোকেরা আমার সম্পর্কে খুব ভালো করেই জানে যে, আমার চেয়ে বেশি নারীলোভী আর কেউ নেই। আর আমার ভয় হয় যে, যদি আমি বনু আসফার অর্থাৎ রোমান নারীদের দেখে ফেলি, তাহলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। মহানবী (সা.) তার এ কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, যাও তোমাকে অনুমতি দেয়া হলো। তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জাদ (রা.), যিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন এবং খুবই মুখলিস ছিলেন, তিনি তার পিতার এই সব কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছ না– এটি তোমার কপটতা। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.)-এর ওপর নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হবে। বর্ণিত হয়েছে, তার সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, **আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না**। তবে পরবর্তীতে তিনি তওবা করেছিলেন এবং উত্তম তওবা করেছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের যুগে ইন্তেকাল করেন।

মদীনায় মুনাফিক এবং ইহুদীরা মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করত এবং এর জন্য তারা নানা ধরণের কৌশল ব্যবহার করত। এক বর্ণনায় আছে, মুনাফিকরা একটি আস্তানা বানিয়েছিল, সেখানে তারা একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করত। একথা জানার পর মহানবী (সা.) সেটিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। যদিও মহানবী (সা.) তাঁর দয়া ও স্নেহের কারণে এই লোকদের ক্ষমা করে দিতেন, কিন্তু যখন ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র হতো, তখন সেই ষড়যন্ত্রকে বড়ো কৌশল ও প্রজ্ঞার সাথে, কিন্তু কঠোরতার সাথে শেষ করার জন্য পদক্ষেপও নেওয়া হতো। এই মৌলিক নীতি মনে রাখা উচিত যে, ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো বিষয় আসে, তবে সেখানে কঠোরতাও করা হয়, তখন নম্রতার প্রশ্ন থাকে না। ফলস্বরূপ, এই পরিস্থিতিতেও অনুরূপ একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দয়া ও কৃপা তবুও এমনভাবে প্রবল হলো যে, তিনি (সা.) এদের কাউকেও গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেননি আর কোনো অতিরিক্ত শাস্তিও দেননি, তবে ষড়যন্ত্রের সেই আড্ডাটিকে অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

তাবুকের যুদ্ধের জন্য প্রত্যেকেই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিল, এবং আর্থিক কুরবানীর ধারাও অব্যাহত ছিল যাতে সফরের খরচের ব্যবস্থা করা যায়। গরীব ও অভাবী সাহাবারা যখন মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হতেন, তখন প্রস্তুতির জন্য তাঁদের সাহায্য করা হতো। একইভাবে, বিত্তশালী লোকেরাও সেইসব সাহাবাকে সওয়ারী (বাহন) সরবরাহ করছিলেন, যাদের কাছে কোনো সওয়ারী ছিল না। কারণ, সওয়ারী ছাড়া এই যুদ্ধ সম্ভব ছিল না, এবং মহানবী (সা.)-এরও এই নির্দেশ ছিল যে, আমাদের সাথে সেই ব্যক্তিই যাবে, যে শক্তিসামর্থ্য রাখে এবং সফরের কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম, এবং যার কাছে বাহন ও পাথেয় রয়েছে।

এই সময় কিছু দরিদ্র ও অসহায় সাহাবী কাঁদতে কাঁদতে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজেদের অপারগতার কথা জানিয়ে তাদের জন্য কমপক্ষে বাহনের বা পায়ের জুতার আবেদন করেন। মহানবী (সা.) বললেন, আমার কাছে তো এখন তোমাদের দেওয়ার মতো কিছুই নেই । একথা শুনে তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন। এই সাহাবাদের এখলাস, আনুগত্য এবং অসহায়ত্বের এই অবস্থা আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে এভাবে বর্ণনা করেছেন: **আর ঐ লোকদের ওপরও কোনো অভিযোগ নেই, যারা তোমার কাছে এসেছিল, যখন যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছিল। এই জন্য যে তুমি তাদের কিছু সওয়ারী (বাহন)-এর ব্যবস্থা করে দাও। তখন তুমি উত্তর দিলে যে, আমার কাছে এমন কিছু নেই, যার ওপর আমি তোমাদের সওয়ার করাতে পারি। আর এই উত্তর শুনে তারা চলে গেল এবং এই দুঃখে তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল যে, আফসোস! তাদের কাছে কিছুই নেই, যা তারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবে।** এটি সূরা তাওবার অংশ। পরে এই সাহাবাদের বাহনের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁরা মহানবী (সা.)-এর সাথে রওনা হন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-এর গোত্রের লোকেরাও মহানবী (সা.)-এর খিদমতে সওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁরা ছয়জন ছিলেন। তাঁরা হযরত আবু মূসা (রা.)-কে তাঁদের প্রতিনিধি বানিয়ে মহানবী (সা.)--এর খিদমতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদেরও মহানবী (সা.)- এই কথা বলেছিলেন যে, আমার কাছে কিছুই নেই যা আমি তোমাদের দিতে পারি। এতে সেই লোকেরা কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে ফিরে এলেন। পরক্ষণেই মহানবী (সা.) হযরত **সা'দ বিন উবাদা (রা.)**-র কাছ থেকে কয়েকটি উট কিনে নিয়ে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, এই উটগুলো নিয়ে যাও এবং নিজে ও তোমার সাথীদেরকে দিয়ে দাও।

এই অভিযানে যাওয়ার সময় মদীনায় স্থলাভিষিক্ত (কায়েম-মাকাম) নিযুক্ত করা নিয়ে বিভিন্ন মতামত

পাওয়া যায়। একটি মত অনুসারে, মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে মদীনায় নিজের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়াও হযরত সিবাহ বিন উরফাতা (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-এর নামও পাওয়া যায়। এর সমাধান হলো এই যে, এই চারজন ব্যক্তিই স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের দায়িত্বে পার্থক্য ছিল। যেহেতু এটি একটি দীর্ঘ সফর ছিল, তাই মহানবী (সা.) নিজের পরিবারের দেখাশোনা এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজন পূরণের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে মদীনাতেই থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুনাফিকরা, যাদের কাজই ছিল কটূক্তি ও নিন্দা করা, তারা এ নিয়ে কথা বানাতে লাগল যে, ইনি নবী করীম (সা.)-এর জন্য বোঝা ছিলেন, তাই তিনি (সা.) তাঁকে সাথে নিয়ে যাননি। এই কটূক্তিগুলো শুনে বা আশেপাশের মুনাফিকদের দেখে, স্বয়ং ঘাবড়ে গিয়ে হযরত আলী (রা.) অস্ত্র তুলে নিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর খিদমতে হাজির হলেন। মহানবী (সা.) তখনো মদীনা থেকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে **জারাফ** নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী (রা.) নিজের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা জানালেন। তখন মহানবী (সা.) তাঁর মনস্তুষ্টি করে এমন একটি বাক্য বললেন, যা হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও মহিমাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বললেন: **তুমি কি এটি পছন্দ করবে না যে, আমার জন্য তুমি তেমনি হবে যেমনটি মূসার জন্য ছিল হারুন, কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আমার অবর্তমানে তুমি নবী নও।**

তাবূকের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে লেখার পর, বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সর্বপ্রকার বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পাশাপাশি দোয়ার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং প্রস্তুতির শুরু থেকে তাবূকের দিকে যাত্রা করা পর্যন্ত এই দোয়া করতে থাকলেন-

আল্লাহুম্মা ইন্ তুহলাক হাযিহিল ইস'আবাতু ফালান তু'বাদা ফিল আরয

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! তুমি যদি এ দলকে ধ্বংস করো তাহলে ভূপৃষ্ঠে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি (সা.) প্রথম যুদ্ধ, অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে এ দোয়া করেছিলেন আবার জীবনের শেষ যুদ্ধেও এ দোয়াই করেন।

যা-ই হোক, প্রচণ্ড গরম আবওহাওয়া, দীর্ঘ সফর এবং অন্যান্য বহু সমস্যা ও মুনাফিকদের প্রচারণা সত্ত্বেও ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বিরাট সেনাবাহিনী তৈরি হলো। এতে দশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। এটি মহানবী (সা.)-এর জীবনে কোনো গাযওয়ার জন্য তৈরি হওয়া সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনী ছিল। মহানবী (সা.) তাবূকের যুদ্ধে সবচেয়ে বড় পতাকা হযরত আবুবকর (রা.)-কে প্রদান করলেন। এছাড়াও হযরত যুবাইর (রা.), হযরত উসাইদ বিন হুযাইর (রা.), হযরত আবু দুজানা (রা.) অথবা কিছু বর্ণনা অনুসারে হযরত খুবাব ইবনে মুনযির (রা.)-কেও পতাকা দেওয়া হয়েছিল। তাবূকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) পথপ্রদর্শক হিসেবে আলকামা বিন ফাগওয়া খুযায়ী এবং তাঁর পিতাকে নির্বাচন করলেন, যারা রাস্তাঘাট সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিলেন এবং সঠিক পথ ধরে দ্রুত নিয়ে যেতে পারতেন। হযরত কা'ব বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) তাবূকের অভিযানের জন্য বৃহস্পতিবার দিন বের হন এবং তিনি বৃহস্পতিবার দিন সফর করা পছন্দ করতেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম স্মৃতিচারণ ইন্দোনেশিয়ার মুরব্বী সিলসিলাহ্ **মরহুম জনাব গোলাম মুহিউদ্দীন সোলায়মান সাহেবের,** যিনি সম্প্রতি ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ **জনাব ডাক্তার**

মুহাম্মদ শফিক সায়গল সাহেবের, যিনি মুলতান জেলার আমীর ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তৃতীয় স্মৃতিচারণ পারভেজ মিনহাস সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া **বুশরা পারভেজ মিনহাস সাহেবার**, তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হুযূর (আই.) প্রয়াতদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু’মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না’ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ’মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

‘ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া’মুরু বিল ‘আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ’তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা ‘আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা’আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ’উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (at) 24 *October* 2025 *Distributed by* Ahmadiyya Muslim Mission .....................*P.O*........................ *Distt*........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in